SLST \ MSC সংস্কৃত শিক্ষক

নিয়োগ সহায়িকা

অচিন্ত্য কুমার দাস

প্রতিভা প্রকাশনী

সূচিপত্র

সাহিত্যের ইতিহাস

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	বৈদিক সাহিত্য	৩
২.	রামায়ণ	৩৩
৩.	মহাভারত	৪১
৪.	পুরাণ	৫১
৫.	মহাকাব্য	৫৭
৬.	দৃশ্যকাব্য	৭৮
৭.	কথাসাহিত্য বা গল্পসাহিত্য	১৩৪
৮.	ঐতিহাসিক কাব্য	১৪৪
৯.	গদ্যকাব্য	১৫১
১০.	গীতিকাব্য	১৬১
১১.	চম্পূকাব্য	১৭১
১২.	মনুসংহিতা	১৭৭
১৩.	অর্থশাস্ত্র	২০৪
১৪.	অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্	২২৮
১৫.	সাহিত্যের ইতিহাসের গুরত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর	২৯৩
১৬.	অপরনাম	৩৩৭

সূচিপত্র

সংস্কৃত ব্যাকরণ

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	সংস্কৃত ব্যাকরণ	৩
২.	শব্দরূপ	১৮
৩.	তিঙন্ত প্রকরণ (ধাতুরূপ)	২৮
৪.	অব্যয়	৩৮
৫.	সন্ধি	৪৬
৬.	কারক	৮৪
৭.	সমাস	১৪৮
৮.	পরস্মৈপদও আত্মনেপদ বিধান	২২৪
৯.	বাচ্য	২৩১
১০.	স্ত্রী প্রত্যয়	২৪২
১১.	কৃৎ প্রত্যয়	২৫৬
১২.	তদ্ধিত প্রত্যয়	৩০৫
১৩.	সনন্ত ধাতু	৩৪৯
১৪.	যঙন্ত ধাতু	৩৫৮
১৫.	নিজন্ত ধাতু	৩৬৫
১৬.	নামধাতু	৩৭৩
১৭.	বৈকল্পিক রূপ	৩৮৪
১৮.	অর্থপার্থক্য	৩৯৫
১৯.	এককথায় প্রকাশ	৪১৭
২০.	অশুদ্ধি সংশোধন	৪৪৮
২১.	কারিকা ব্যাখ্যা	৪৯০
২২.	কারক, সমাস সহ বিভিন্ন উদাহরণ	৪৯৪
২৩.	অনুবাদ শিক্ষার নিয়ম	৪৯৭

১ অধ্যায়

বৈদিক সাহিত্য

◆ বৈদিক সাহিত্য : ঋক্‌সংহিতার কাল থেকে বেদাঙ্গরচনার অন্তিমপর্ব পর্যন্ত যে সুবিশাল সাহিত্য কেবল ভারতীয় সংস্কৃতির নয়, বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করেছিল তাকেই বৈদিকসাহিত্য নামে অভিহিত করা হয়।

◆ বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত : চতুর্বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, বেদাঙ্গ, সূত্র-সাহিত্যকে বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

◆ বেদ শব্দের ধাতুগত উৎস : 'বিদ্' ধাতুর চারপ্রকার অর্থ : (i) জ্ঞানার্থক (ii) লাভার্থক (iii) সত্তার্থক (iv) বিচারার্থক। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর উত্তর 'অচ্' অথবা 'ঘঞ্' প্রত্যয় করে বেদ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

◆ বেদ শব্দের অর্থ : বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ জ্ঞান / পরমজ্ঞান।

◆ বেদের সংজ্ঞা : যাজ্ঞবল্ক্যের মতে প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় না, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান যার সাহায্যে লাভ করা যায় তাকে বেদ বলে।

◆ বেদ কি? : বেদ হল ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক অপৌরুষেয় শ্রুতিপ্রবচন।

◆ বেদ সম্পর্কিত উক্তি :

☆ মনু :
'বেদোঽখিলধর্মমূলম্' (মনুসংহিতা)।

☆ সায়ণাচার্য :
"ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ"।

☆ যাজ্ঞবল্ক্য :
'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা।'

☆ গৌতম : 'বেদো ধর্মমূলম্'।

☆ আপস্তম্ব/কাত্যায়ন : 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'।

☆ সায়ণাচার্য :
'মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকশব্দরাশির্বেদঃ' (ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকা)

☆ সায়ণাচার্য : 'অপৌরুষেয়বাক্যং বেদঃ'।

☆ পরাশর :
ন কশ্চিৎ বেদকর্তাস্তি (পরাশর সংহিতা)

☆ কৌটিল্য : সামর্গ্যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী (অর্থশাস্ত্র)

☆ জৈমিনী :
তেষামৃক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা (মীমাংসাসূত্র ২/১/১৫) (ঋক্‌বেদ সম্পর্কিত উক্তি)

☆ জৈমিনী :
গীতিষু সামাখ্যা (মীমাংসাসূত্র ২/১/১৬) (সামবেদ সম্পর্কিত উক্তি)

☆ জৈমিনী :
শেষে যজুঃ শব্দঃ (মীমাংসাসূত্র ২/১/১৭) (যজুর্বেদ সম্পর্কিত উক্তি)

বৈদিকসাহিত্যের রচনাস্তর : ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত- গবেষকদের মতে বৈদিক সাহিত্যের তিনটি স্তর।

স্তর	আনুমানিক কাল	রচনাবলী
(i) প্রাচীন বৈদিক যুগ	খ্রী: পূ: ১২০০ — ১০০০	ঋগ্বেদ সংহিতা
(ii) অর্বাচীন বৈদিক যুগ	খ্রী: পূ: ১০০০ — ৪০০	সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ সংহিতা
(iii) বেদোত্তর বা প্রাক্‌সংস্কৃত যুগ	খ্রী: পূ: ৪০০ — ৩০০	ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও সূত্রসাহিত্য